# বন্ধনহীন গ্রন্থি

মাহমুদা রুনু

আমি তোমার জন্য একটা নীল পদ্মকে
ফুটতে মিনতি করেছি,
আর -
এক রাত জাগানীয়া পাখীকে অনুনয়
করেছি যেন গেয়ে যায় ঘুম জাগানীয়া গান ।

তুমি চেয়ে দেখো আমায়
ওই শুকতারার খুব কাছটিতে ।
যখন তুমি থাকো বসে
তোমার শহীদ সন্তানদের বিছানার পাশে।

প্রভাত বীনার সমীরনে
আমার শ্রবনের আদিগন্ত পারাবারে
ভুগোলকের বাধা ডিঙ্গিয়ে
তোমাকে আমি ছুয়ে নেবো
সপ্নের মায়াজালের ঘেরাটোপে।

তুমি দাড়িয়ে থেকো টেকনাফের শেষকোনে
যেখানে তোমাকে বেধে দিয়েছে সীমান্ত
রক্তের আঙ্গুরলতায় ।

তোমার যে পথ সে তোমারি
আর আমার তা আমার
মেলে না এ নদীর স্রোত সমুদ্রের তটে ।
নির্জন নিরালায় ওই হাত ধরা থাকে
আমার হাতে ।
অদৃশ্য সুতোয় বাধা অন্তরে অন্তর ।
তোমার বোশেখের বিশাখে,
চৈত্রের চিত্রাপিত খরতাপে,
আষাঢ়ের প্রমত্ত বর্ষনে,
শরতের কাশফুলের শ্বেতঢেউয়ে,
শীতের শানিত শৈত প্রবাহে,

ঋতুর রীতিনীতি মেনেই
তোমার জন্য আমার নিগুঢ় প্রেম-বিলাস।

তুমি কী এমনি প্রণয়ে পথ গেথে রাখো ?
ও আমার প্রাণেশ্বরী!
সেই পটে ।
হাজার তারারা যেখানে ম্লান
হাজার প্রাণের প্রদীপের শিখায় ।
আমার মন পড়ে রয়
তব সীমান্তের প্রতিটি রন্ধ্রে
যাকে বেধেছে ত্রিশ-লক্ষ প্রাণ ।

অতশত তত্তকথা জানিনে
শব্দে বাধি কবিতা,তাতে সুর সাধাতে গান ;
অতি ক্ষুদ্র বলয় ।
নানান রঙ্গে, নানান ঢঙ্গে নাম দিয়ে যাই
ভালবাসার ভালোকথায় বারে বারে ।
ভীষন ভাবায় -
তোমার বর্তমান, আমার আজ
তোমার ভবিষ্যত, আমার আগামী ।
আসলে তো তুমিই আমার পরিচয় ।
সেই নিয়মের নিয়তি
নির্ভুল বন্ধনহীন গ্রন্থিতে গাঁথে
কল্পকথার কথকতা।
তোমাকে কি সত্যি আর কখনও ছুতে পারবো
বৃষ্টির প্রাবল্যে ? অথবা
জ্যোৎস্নার সারল্যে ?

কল্পিত কাব্যের কাহনে
তুমি কথা বলবে,
ডাকবে আমায় সেইখানে দাড়িয়ে ।
যেখানে নাগর নদী কখনও থামে না, বয়ে চলে নিরবধী
ওখানেই ঘুমিয়েছে চির প্রশান্তিতে
একটি ভাই ।
যুদ্ধে যাবার জন্য যে জন্মেছিল ।

তোমার সাথে পথ বেধে দিয়েছে
এক বন্ধনহীন গ্রন্থি ।
সুদুরের পরবাসেও তোমার জন্য
চোখ জ্বলে যায় একলা রাতে, অথবা একাকী দুপুরে ।
ফিরে যাবার উপায়তো আর নেই ।
পথের পাকেই জটপাকিয়েছি জঞ্জালে ।
তবুওএই যে বন্ধনহীন গ্রন্থি
এ আমার চির অহঙ্কার ।

সৃতিসৌধের পাদদেশে ওই নীল পদ্মটি দিও
আর পাখীটাকে গাইতে বলো যুদ্ধজয়ের গান ।

৮ই ডিসেম্বর ২০০৯